https ://www.asram.org/texts/theologyBg.html

নূতন নিয়মের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নূতন নিয়ম বলতে পবিত্র বাইবেলের সেই সমস্ত লেখা বোঝায় যেগুলো খ্রিষ্টজন্মের পরবর্তী প্রথম শতাব্দীর মধ্যে লেখা হয়েছিল। পুরাতন নিয়মের সমস্ত লেখা যেমন, নূতন নিয়মের সমস্ত লেখাও তেমনি ঈশ্বরের বাণী বলে গৃহীত। নূতন নিয়মের সমস্ত পুস্তক গ্রীক ভাষায় লেখা।

সুসমাচার-চতুষ্টয় বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী হওয়ায় এখানে সেবিষয়ে সাধারণ একটা ভূমিকা উপস্থাপিত।

প্রেরিতদূত পলের পত্রাবলি সম্পর্কেও সাধারণ একটা ভূমিকা উপস্থাপিত যা পত্রগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য সমষ্টিগত ভাবেই তুলে ধরে।

সুসমাচার

সুসমাচার বলতে কি বোঝায়? ঈশ্বরের চরম প্রকাশকর্তা রূপে যিশু খ্রিষ্ট মানবজাতির কাছে পরিত্রাণের যে শুভ সংবাদ ঘোষণা করেছেন, তা-ই সুসমাচার বলে। সুসমাচারের উৎপত্তির নেপথ্যে রয়েছে আদি খ্রিষ্টমণ্ডলীকালীন বাণীপ্রচার: বাস্তবিকই পুনরুত্থিত যিশুর আত্মার প্রেরণায় উদ্দীপিত হয়ে মণ্ডলী শুরু থেকেই মানুষের কাছে ক্রুশবিদ্ধ, পুনরুত্থিত ও গৌরবান্বিত যিশুকে ঈশ্বরের পুত্র, জগৎত্রাতা ও বিশ্বপ্রভু বলে ঘোষণা করতে লাগল।

তবে দেখা যাচ্ছে, যিশু নিজেই হলেন সেই সুসমাচার যা কালের পূর্ণতায় ঈশ্বর মানুষকে জানিয়েছেন; ফলত যিশু যে যে কাজ সাধন করলেন ও যে যে বাণী প্রচার করলেন তাও সুসমাচার বলে গ্রহণযোগ্য।

কথাটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, কেননা সুসমাচারের উদ্দেশ্য পূরণ করতে গিয়ে পাঠক-পাঠিকা সর্বপ্রথমে ক্রুশবিদ্ধ, পুনরুত্থিত ও গৌরবান্বিত যিশুকেই নিজ জীবনের ব্যক্তিময় সুসমাচার বলে গ্রহণ করতে আমন্ত্রিত, এবং পরে তাঁর বিষয়ে নানা কথা জানতে আহূত।

সুতরাং সুসমাচার পাঠ করার সময়ে যিশু নিজে সমগ্র মণ্ডলী ও প্রত্যেকজন পাঠক-পাঠিকার হৃদয়-দুয়ারে ঘা দেন; যারা দরজা খুলে দিয়ে তাঁকে বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে, তাদের কাছে নিজেকে ও পিতাকে প্রকাশ করে তিনি অমঙ্গল, পাপ ও মৃত্যু থেকে তাদের পরিত্রাণ করেন, অর্থাৎ তাদের কাছে নিজেকেই জীবন বলে দান করেন (যোহন ২০:৩০-৩১)।

কোন্ সুসমাচার প্রথম রচনা করা হয়েছে, তা সঠিক বলা যায় না। সুস্পষ্ট বিষয়ই যে মথি, মার্ক ও লুক এ তিনটা সুসমাচার অধিক সম্পর্কযুক্ত, যার জন্য এগুলো সদৃশ সুসমাচারত্রয় বলে পরিচিত।

আজকালের প্রায়ই গৃহীত মত হলো যে, মার্ক-রচিত সুসমাচারই প্রথম রচিত সুসমাচার, এবং পরবর্তীকালে মথি ও লুক সেকালের মৌখিকভাবে সম্প্রদান করা যিশুর কথনমালা প্রয়োগ করে মার্কের রচনা সম্প্রসারণ করেছিলেন।

অন্যদিকে, আগেকার প্রচলিত অভিমত এ ছিল যে, মথিই প্রথম সুসমাচার, যার উপর লুক নির্ভর করেছিলেন, এবং অবশেষে মার্ক মথি ও লুকের রচনা দু'টোর সংক্ষিপ্ত সমন্বয় করেছিলেন। তাছাড়া, ২য় শতাব্দীর অভিমত অনুসারে মার্ক প্রেরিতদূত পিতরের বাণীপ্রচার, এবং লুক প্রেরিতদূত পলের বাণীপ্রচার নিজ নিজ রচনায় সম্বলিত করেছিলেন।

যাই হোক, অভিমত দু'টো তবু একই কথা ব্যক্ত করে যে, যিশু বিষয়ে যা যা রচনা করা হয়েছিল, তা অল্পদিনের কর্মফল নয়, বরং পবিত্র আত্মার প্রেরণায় চালিত আদি খ্রিষ্টমণ্ডলীর দির্ঘ দিনের কর্মফল।

রচনাকাল সম্পর্কে সকলেই একমত যে, সুসমাচার চতুষ্টয় ৬০ থেকে ৯৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল।

প্রেরিতদের কার্যবিবরণী

এ পুস্তকও সাধু লুকের লেখা।

প্রেরিতদূত পলের পত্রাবলি

প্রেরিতদূত পল কেমন করে যিশু খ্রিষ্টকে আপন প্রভু বলে গ্রহণ করেছিলেন ও তাঁর বাণীর অদ্বিতীয় প্রচারক হয়ে উঠেছিলেন, এ সমস্ত বিষয় প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত।

তাঁর জীবনের শেষাংশে তিনি সেই সকল মণ্ডলীর কাছে পত্র পাঠালেন যে যে মণ্ডলীকে তিনি স্থাপন করেছিলেন। পত্রগুলোতে তিনি এক এক মণ্ডলীর সমস্যা তুলে ধরে তা সমাধান করতে চেষ্টা করেন, এবং তা করতে গিয়ে এমন কতগুলো ঐশতাত্ত্বিক ও সামাজিক বিষয়ও তুলে ধরেন যা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অবিরত কষ্ট ও নির্যাতন ভোগে প্রভু যিশুর সঙ্গে ঐকান্তিক একাত্মতায় মিলিত হয়ে তিনি প্রাচীনকালের মত আজকালেও পাঠক-পাঠিকাকে যিশুর প্রকৃত শিষ্য হবার জন্য অনুপ্রাণিত করে থাকেন।

হিব্রুদের কাছে পত্র

পত্রের লেখক অজানা। কোন না কোন মণ্ডলী পত্রটা অপ্রামাণিক বলে গণ্য করে।

কাথলিক ওরফে বিশ্বজনীন সপ্তপত্র

সপ্তপত্র (যাকোব, পিতর ১ ও ২, যোহন ১, ২, ৩, ও যুদা) 'কাথলিক' বলে অভিহিত, কারণ পত্রগুলি খ্রিষ্টমণ্ডলীর সকল ভক্তকে উদ্দেশ করেই লেখা। কোন না কোন মণ্ডলী যাকোব ও যুদার পত্র দু'টো অপ্রামাণিক বলে গণ্য করে।

ঐশপ্রকাশ (বা প্রকাশিত বাক্য, বা প্রত্যাদেশ)

পুস্তকটা "যোহনের ঐশপ্রকাশ" বলেও অভিহিত। তাতে অনুমান করা যায়, পুস্তকটা প্রেরিতদূত সেই একই যোহনেরই লেখা যিনি চতুর্থ সুসমাচার ও তিনটা পত্রের লেখক। কোন না কোন মণ্ডলী এই পুস্তক অপ্রামাণিক বলে গণ্য করে।